ধারণীয় উন্নয়নের লক্ষ্যসমুহ

লক্ষ্য ১। সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মোচন

লক্ষ্য ২। শুন্য ক্ষুধাকাতরতা

লক্ষ্য ৩। সু-স্বাস্থ্য এবং কুশলতা

লক্ষ্য ৪। গুণসম্পন্ন শিক্ষা

লক্ষ্য ৫। লিঙ্গ সমতা

লক্ষ্য ৬। পরিস্রুত জল এবং পরিচ্ছন্নতা

লক্ষ্য ৭। আয়ত্বাধীন এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তি

লক্ষ্য৮। সন্তোষজনক কর্মসংস্থান এবং আর্থিক বিকাশ

লক্ষ্য ৯। শিল্প, উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো

লক্ষ্য ১০। হ্রাসপ্রাপ্ত অসাম্য

লক্ষ্য ১১। ধারণীয় শহর এবং জনগোষ্ঠী

লক্ষ্য ১২। দায়িত্বশীল ভোগ এবং উৎপাদন

লক্ষ্য ১৩। জলবায়ু সংক্রান্ত সামুহিক ব্যবস্থা [1]

লক্ষ্য ১৪। জলজ জীবন

লক্ষ্য ১৫। স্থলজ জীবন

লক্ষ্য ১৬। শান্তি, ন্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা

লক্ষ্য ১৭। লক্ষ্যপূরণে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব

[1] স্মরণীয় যে ইউনাইটেড নেশনস' ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হল আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকার আলাপ-আলোচনার মূল মঞ্চ যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিশ্বাজনীন প্রতিক্রিয়া ঈবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

লক্ষ্য ১। সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মোচন

মূলতঃ সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে দারিদ্র্য নিশ্চিহ্নকরণ

১.১ দৈনিক জীবনধারনের জন্য যাদের মাথা পিছু বরাদ্দ অর্থ ১.২১ মার্কিন ডলারের চেয়ে কম তাঁদের সংখ্যা শুন্যে নামিয়ে আনার মাধ্যমে, ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটন / নির্মূলকরণ।

১.২ মোটা দাগের হিসেবে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা ও শিশু যারা জাতীয় পরিমাপের নিরিখে দরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করে তাঁদের পরিমান ৫০ শতাংশ হ্রাস করা।

১.৩ রাষ্ট্রীয়ভাবে উপযোগী সামাজিক সুরক্ষা বিধি ২০৩০ সালের মধ্যে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন তুলনামুলকভাবে গরিব ও অসহায় মানুষদেরকে উল্লেখযোগ্যভাবে সুবিধা প্রদানের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়।

১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তুলনায় দরিদ্র ও অসহায় গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়াও সমাজের সব স্তরের পুরুষ ও মহিলা যেন অর্থনৈতিক সম্পদ, প্রাথমিক পরিষেবা, জমির মালিকানাসত্ব এবং নিয়ন্ত্রন, উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, আর্থিক পরিষেবা ভোগ করার ব্যাপারে সমান অধিকারপ্রাপ্ত হয়।

১.৫ গরিব, দুর্বল এবং তুলনায় অসহায় পরিস্থিতিতে জীবন অতিবাহিত করা মানুষজন যেন অল্পেতেই আবহাওয়াজনিত কারনে, সামাজিক কারনে, অর্থনৈতিক কারনে বিভিন্ন ধরনের চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হন। যদি হন তাহলে তাঁরা যেন অল্প সময়ের মধ্যে বিপর্যয়ের অভিঘাত কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত ২০৩০ সালের মধ্যে করা আবশ্যক।

১।ক। প্রকারভেদে সমস্ত ধরনের দারিদ্র দুরীকরনের নিমিত্ত, বিশেষভাবে অনুন্নত অ উন্নয়নশীল দেশের কথা মাথায় রেখে, সম্ভাব্য সব ধরনের উৎস থেকে উপকরন সংগ্রহ এবং উন্নয়নমূলক বোঝাপড়া গরে তোলার মাধ্যমে এতা নিশ্চিত করা দরকার যে প্রয়োজনমাফিক প্রত্যেককে যেন পর্যাপ্ত এবং অনুমেয় পরিমানে সাহায্য করতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

১।খ। দরিদ্র জনগনের সহায়ক এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে জাতীয়, আঞ্চলিক, এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এমন নীতির নির্মাণ কাঠামো প্রণয়ন করা/রচনা করা প্রয়োজন জাতে দারিদ্র দূরীকরণের কর্ম উদ্যোগ অতিরিক্ত গতিপ্রাপ্ত হয়।

লক্ষ্য ২। শূন্য ক্ষুধাকাতরতা

মূলতঃ ধারণীয় কৃষি ব্যাবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টির বিকাশ এবং ক্ষুধাকাতরতা নিশ্চিহ্নকরণ

২.১ গরিব এবং অসহায় মানুষদের পাশাপাশি শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সারা বছর ব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিবর্ধক এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের ওপর সবার ব্যাবহারাধিকার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে ক্ষুধাকাতরতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

২.২ ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের বামনত্ব এবং কম ওজনের সমস্যা মেটানো এবং কিশোরী, সন্তান সম্ভবা এবং সন্তানকে স্তন্যদানকারী মহিলাদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তরে যেসব লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে সেগুলি ২০২৫ সালের মধ্যে রূপায়িত করে ২০৩০ সালের মধ্যে অপুষ্টির মতো দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সুরাহা করতে হবে।

২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষির উতপাদনশীলতা দ্বিগুন করার সঙ্গে ক্ষুদ্র মাপের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদক, বিশেষ করে মহিলা, দেশীয় জাতি-উপজাতি, কৃষি-পরিবার, মেষপালক, মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষিদের উপার্জনের পরিমাণও দ্বিগুন করার লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে হবে। এই উদ্দ্যেশ্যে প্রয়োজনমাফিক জমি, উৎপাদনশীল সম্পদ, উপাদান, কৌশল/প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা, বাজার, মুল্য সংযোজন এবং অকৃষি কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রত্যেকের ব্যাবহারাধিকার এবং অধিগম্যতা নিশ্চিত করা দরকার।

২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষিকাজকে সদর্থক স্থিতিস্থাপকতা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা অ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি ঘটাতে হবে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে। তবে সেটা করতে গিয়ে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যতার সঙ্গে কোনোরকম সমঝোতা করা চলবে না। অর্থাৎ, ধারণীয় কৃষিব্যাবস্থার পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে ভূমি এবং মাটির গুণ বৃদ্ধি পায় এবং জলবায়ু, আবহাওয়ার পরিবর্তন, খরা, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কৃষিব্যাবস্থার কাঠামোতে অন্তর্নিহিত থাকে।

২.৫ কৃষিবীজ, কৃষিজ উদ্ভিদ, পোষ্য জীবজন্তু এবং কৃষিতে ব্যবহৃত পশু এবং তাদের বন্য প্রজাতির জেনেটিক বৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মত এবং অনুমোদিত নিয়মাবলী মেনে বীজ এবং চারাগাছের এক্তি সার্বিক ব্যাংক গঠন এবং সেটি বহাল রাখার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ২০২০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। দেশীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এই ধরনের ব্যাংক রক্ষা ছাড়াও জেনেটিক সম্পদ এবং তদসম্বন্ধীয় সনাতনী ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যবহারের ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্যতা এবং ন্যায়সঙ্গত অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

২.ক উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষ করে কম উন্নত দেশে, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গ্রামীন পরিকাঠামো, কৃষি গবেষণা এবং সংযোজিত পরিষেবা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উদ্ভিদ এবং গবাদিপশু-র জিন ব্যাংক-র ওপর

বিনিয়োগের পরিমান বৃদ্ধি আবশ্যক এবং সেটা হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

২.খ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব প্রতিবন্ধকতা এবং বিকৃতি আছে সেগুলি প্রতিহত, পরিমার্জন ও সংশোধন নিমিত্ত কৃষি রফতানির ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি বা সমতুল প্রভাবকারী যেকোনো পদ্ধতিকে সমান্তরালভাবে বর্জন করতে হবে দোহা ডেভেলপমেন্ট রাউণ্ড-এর ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

২.গ খাদ্যদ্রব্যের বাজার এবং বাজারসৃষ্ট কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সংঘটিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট বাজার সম্বন্ধীয় তথ্যাদি, খাদ্য ভাণ্ডার, প্রভৃতি জানার ব্যাপারে সবার সমানাধিকার থাকা আবশ্যক। কারন, তাহলেই একমাত্র খাদ্যদ্রব্যের বাজারে দামের আকস্মিক অথা-নামা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

লক্ষ্য ৩। সুস্বাস্থ্য এবং কুশলতা

মূলতঃ সব বয়সের সবার জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণ সাধন নিশ্চিতকরণ।

৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন / বিশ্বব্যাপী মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১ লক্ষ নবজাতকের প্রেক্ষিতে ৭০-র নীচে নামিয়ে আনা।

৩.২ ৫ বছরের কম বয়সী শিশু ও নবজাতকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু ২০৩০ সালের মধ্যে শুন্যে নামিয়ে আনা। সেই কারনে নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি ১ লক্ষ নবজাতকের মধ্যে ন্যুনতম ১২ এবং ৫ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যু হার প্রতি ১ লক্ষ নবজাতকের প্রেক্ষিতে ন্যুনতম ২৫-এ নামিয়ে আনা বিশ্বের প্রতিটি দেশের লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত।

৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং ক্রান্তীয় অসুখের মতো মহামারীর নিশ্চিহ্নকরন। হেপাটাইটিস, নানা জলবাহিত, এবং সংক্রামক রোগের জন্য যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা গড়ে তোলা।

৩.৪ মানসিক স্বাস্থ্য ও কুশলতার ব্যাপারে যথোচিত নজর রাখার পাশাপাশি সঠিক প্রতিরোধক ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে অ-সংক্রামক রোগের হেতু অকালমৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

৩.৫ চেতনানাশক ঔষধের বা মাদকের অপব্যবহার, মদের ক্ষতিকারক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সুসংবদ্ধ করা।

৩.৬ সারা বিশ্বে পথ দুর্ঘটনায় আহত ও মৃতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় অর্ধেকে কমিয়ে আনতে হবে।

৩.৭ পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত তথ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যাবলী সহ যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা সমুহের ব্যাপারে সবার অধিগম্যতা ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় কর্মসুচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে।

৩.৮ সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করার লক্ষ্যে গুণগতভাবে উৎকর্ষ এবং অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি নিরাপদ, উত্তম মাণের অপরিহার্য ওষুধপত্র এবং টিকা সাধারনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে আর্থিক ঝুঁকির ব্যাপারেও সুরক্ষা বিধান।

৩.৯ বিপজ্জনক রাসায়নিক, জল, বায়ু, এবং মাটি দূষণ হতে সৃষ্ট সংক্রমনের কারনে মৃত্যুর পরিমান ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাদি গ্রহণ।

৩।ক। বিশ্বের সমস্ত দেশে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য সামগ্রী ব্যাবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অরগানিজেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এর কর্মসূচী রুপায়নের ব্যাপারে জোর দেওয়া।

৩।খ। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির কথা মাথায় রেখে সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের জন্য ক্রয়সাধ্য ওষুধ ও টিকা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিশেষ সাহায্যের ব্যাবস্থাপনা। এই প্রসঙ্গে দোহা ঘোষণার ট্রিপস চুক্তি এবং জনস্বাস্থ্য সমন্ধিত নির্দেশনামা মেনে বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার সম্বলিত চুক্তিকে প্রয়োজনমাফিক নমনীয়তা বজায় রেখে এমন ভাবে কার্যকর করতে হবে যেন ন্যুনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধপত্র থেকে কেউ বঞ্চিত না হন।

৩।গ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বহাল রাখা এবং তাঁদের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যাবস্থা করা। এ ব্যাপারে তুলনায় বেশী অনুন্নত রাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া।

৩।ঘ। জাতীয় ও বিশ্বাব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপারে আগাম সতর্কতা, ঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশ সহ সব দেশকে অধিক ক্ষমতা প্রদান।

লক্ষ্য ৪। গুণসম্পন্ন শিক্ষা

মূলতঃ অন্তর্ভুক্ত ও যথার্থ গুণসম্পন্ন শিক্ষাদান, এবং আমৃত্যু শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৪.১ ২০৩০ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেকটি ছেলে এবং মেয়ে যেন নিখরচায় ন্যায্য গুণসম্পন্ন বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যতে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী উপায়ে শিক্ষার সদ্ব্যবহার করতে পারে।

৪.২ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রত্যেকটি ছেলে ও মেয়েকে প্রস্তুত করার নিমিত্ত শৈশবকালীন সুযোগ-সুবিধা, যত্ন, এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিতকরণ।

৪.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযুক্তিগত, বৃত্তিমূলক, উচ্চতর, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও সমান সুযোগের ব্যাবস্থা করা।

৪.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে যথাযথ দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন যুবক-যুবতী এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি করা যাতে কর্মসংস্থান, উদ্যোগপতি কিংবা চাকরিপ্রার্থী র কোন অভাব না থাকে।

৪.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য পুরোপুরি নির্মূল করার পাশাপাশি তুলনায় দুর্বল, শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম বা বিকলাঙ্গ, দেশীয় জাতি-উপজাতি এবং শিশু প্রত্যেকের জন্য গতানুগতিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪.৬ সমাজের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী এবং একটি উল্লেখযোগ্য অংশের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা যেন পর্যাপ্ত বর্ণজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান অর্জন করতে পারে সেটা ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭ ধারণীয় উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক জ্ঞান ও দক্ষতা যেন সবাই শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ধারণীয় জীবনযাত্রা, মানুষের

অধিকার, লিঙ্গ-সমতা, শান্তি-সম্প্রীতি, অহিংসা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, বিশ্ব নাগরিকত্বের বোধ ইত্যাদির ওপর।

৪।ক। প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ, অহিংস, অন্তর্ভুক্ত এবং কার্যকরী শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে শিশু, অসমর্থ, ও লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলা এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেটার উন্নতি সাধন করা দরকার।

৪।খ। উচ্চশিক্ষার পরিসর বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তুলনায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমুহ থেকে তুলনীয়ভাবে উন্নয়নশীল, অনুন্নত, দ্বীপপুঞ্জ, এবং আফ্রিকান দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৃত্তি/জলপানির পরিমান যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এবং সেটা করা দরকার ২০২০ সালের মধ্যেই।

৪।গ। ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের সাহায্যে উন্নয়নশীল, অনুন্নত দেশ, এবং দ্বীপপুঞ্জ গুলির শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথার্থমানের গুণসম্পন্ন শিক্ষকে পরিণত করা আবশ্যক।

লক্ষ্য ৫। লিঙ্গ সমতা

মূলতঃ লিঙ্গ সাম্য অর্জন এবং নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন

৫.১ সর্বত্র সবধরনের এবং সর্বস্তরের মহিলা এবং বালিকাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন এবং মনভাবের বিলুপ্তি /অবসান / নির্মূলকরণ।

৫.২ নারী এবং বালিকা কেনা-বেচা, যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, শোষণ, হিংস্রতার মতো বিষয়সমুহ সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য পরিসর থেকে উৎপাটন করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.৩ বাল্য বিবাহ, অ-প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গ ছেদনের মতো সহিংস্র এবং ক্ষতিকর প্রথা /রীতি /নিয়মের বিনাশ।

৫.৪ বিভিন্ন দেশের প্রথার রকমফের অনুযায়ী সংসার ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অবৈতনিক এবং গার্হস্থ্য কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এই ধরনের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি কদর করার বোধ তৈরি। এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে জনহিতকর পরিষেবা, পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা নীতির প্রণয়ন এবং সার্থক প্রয়োগ।

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতিতে মহিলাদের সমান সুযোগ এবং কার্যকরী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

৫.৬ প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন অফ দি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং বেজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং সেই আলোচনার ফলাফলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন /সার্বিক অধিগম্যতা আশ্বাসিত করা।

৫।ক। জাতীয় আইনের ধারা লঙ্ঘন না করে অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর অধিকার, জমি ও অন্যান্য ওপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক পরিষেবা এবং উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ব্যবহারাধিকারের ব্যাপারে মহিলাদের অধিগম্যতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

৫।খ। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি, তথ্য এবং যোগাযোগের আধুনিকতম পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং উৎসাহবর্ধন।

৫।খ। লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করার জন্য দরকার মতো নীতি ও আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি সেগুলির প্রায়োগিক দিকটি শক্তিশালী করতে হবে।

লক্ষ্য ৬। পরিশ্রুত জল এবং পরিচ্ছন্নতা

মূলতঃ সবার জন্য পরিশ্রুত ও আয়ত্তাধীন জল এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ধারণীয় ব্যবস্থাপনার সাহায্যে নিশ্চিতকরণ

৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকর /দূষণমুক্ত এবং সহজলভ্য পানীয় জল সমহারে সরবরাহ নিশ্চিত

৬.২ খোলা স্থানে মলত্যাগ পুরোপুরি নির্মূল করার বন্দোবস্ত করা, স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও বিজ্ঞানসম্মত নিকাশীব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পর্যাপ্ত এবং সমহার ব্যবহারাধিকার ২০৩০ সালের মধ্যে সুনিশ্চিতকরণ। স্বভাবতঃ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে মহিলা, বালিকা এবং তুলনায় অরক্ষিত অংশের জনগনের ওপর যারা আর্থিক ভাবে কম সঙ্গতিসম্পন্ন।

৬.৩ দূষণ হ্রাস, আস্তাকুড় উচ্ছেদ, বিষাক্ত রাসায়নিক এবং পদার্থ নিক্ষেপ হ্রাস, অপরিশ্রুত বর্জ্য জল অর্ধেক কমিয়ে, উল্লেখযোগ্য ভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমান বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানীয় জলের গুণগত মান উন্নয়ন।

৬.৪ জল সংকটের হাত থেকে বিশ্বের সব ধরনের সমস্ত মানুষজনকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জল ব্যবহারের নৈপুণ্য বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে মিষ্টি জলের সঠিক

নিষ্কাশন /উত্তোলন এবং জোগান দীর্ঘস্থায়ী এবং অখণ্ডনীয় উপায়ে নিশ্চিত করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যেই।

৬.৫ সমাজ, অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে আন্তর্দেশীয় সমঝোতার মাধ্যমে সুসংহত জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ২০৩০ সালের মধ্যে কার্যকর করা।

৬.৬ পাহাড়, বনভূমি, জলাভূমি, নদী, হ্রদ এবং অন্যান্য জলস্তর রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করে জল সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্র ২০২০ সালের মধ্যে সুরক্ষিত করা।

৬.ক ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে আলাপ-আলোচনা এবং সামর্থ্য গঠনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি সাহায্য প্রদান নিশ্চিত করা যেন তারা বর্জ্য জল পরিশোধন, ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ, নির্লবনীকরণ, জলের অপচয় বন্ধ, জলচাষ /ধারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত সব ধরনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৬.খ জল, পরিচ্ছন্নতা ও নিকাশী ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য এলাকাভিত্তিক সুবিধাগ্রহণকারীদের/সুবিধাভোগকারীদের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে উৎসাহদান এবং শক্তিশালী করা।

লক্ষ্য ৭। আয়ত্তাধীন এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তি

মূলতঃ অর্জনক্ষম, ভরসাযোগ্য, ধারণীয় এবং আধুনিক শক্তি ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ

৭.১ ২০৩০ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে ভরসা করার মতো আধুনিক শক্তির ব্যাবহার ও পরিষেবা সমুহকে এনে ফেলা যায়।

৭.২ সমগ্র বিশ্বের ব্যবহারযোগ্য শক্তি সমুহের মধ্যে পুনর্ণবীকরনযোগ্য শক্তির পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৭.৩ বাঞ্ছনীয় উপায়ে শক্তি ব্যবহারে যে উন্নতির হার বরতমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটিকে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করতে হবে।

৭।ক। পরিবেশ বান্ধব শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার সহজতর করার লক্ষ্যে পুনর্ণবীকরনযোগ্য শক্তি, শক্তি ব্যবহারে কাম্যতা / দক্ষতা, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রযুক্তি / কৌশল, শক্তি পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পর্যাপ্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সমঝোতা বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

৭।খ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষভাবে অনুন্নত দেশ, দ্বীপরাষ্ট্র, দ্বীপপুঞ্জ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ, তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অত্যাধুনিক ও ধারণীয় শক্তি পরিষেবা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

লক্ষ্য ৮। সন্তোষজনক কর্মসংস্থান এবং আর্থিক বিকাশ

মূলতঃ প্রত্যেকের জন্য অন্তর্ভুক্ত, ধারণীয় অর্থনৈতিক বিকাশ, উৎপাদনশীল, সন্তোষজনক এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান

৮.১ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথা পিছু আর্থিক বিকাশের কাম্য হার বজায় রাখতে হবে। সর্বাপেক্ষা কম উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে কমপক্ষে বাৎসরিক ৭ শতাংশ জি ডি পি বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হবে।

৮.২ উচ্চ মুল্য সংযোজক এবং শ্রম- নিবিড় ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আর্থিক উতপাদনশীলতার স্তর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন, কৌশলগত উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৮.৩ সেই ধরনের উন্নয়নমুখী নীতির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন যেগুলি তুলনায় বেশী উৎপাদনশীল, সন্তোষজনক কর্মসংস্থান করে, উদ্যোগপতি তৈরি করে, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে গুরুত্ব দেয়। এই উদ্দেশ্যে আর্থিক পরিষেবা ব্যবহারাধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করে বিধিবদ্ধ উপায়ে তাদের বিকাশের যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ। দূষণ হ্রাস, আস্তাকুড় উচ্ছেদ, বিষাক্ত রাসায়নিক এবং পদার্থ নিক্ষেপ হ্রাস, অপরিশ্রুত বর্জ্য জল অর্ধেক কমিয়ে, উল্লেখযোগ্য ভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমান বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানীয় জলের গুণগত মান উন্নয়ন।

৮.৪ উন্নত দেশগুলির নেতৃত্বে, ১০-ইয়ার ফ্রেমওয়ার্ক অফ প্রোগ্রামস অন সাসটেনেবল কনজাম্পশন অ্যান্ড প্রোডাকশন-এর কর্মসূচী অনুসরণ করে, ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন ও ভোগের নিমিত্ত ব্যবহারযোগ্য সম্পদসমুহ বিশ্বব্যাপী কাম্য উপায়ে ব্যবহার করার পদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও নজরে রাখতে হবে যেন অর্থনৈতিক বিকাশ পরিবেশ অবক্ষয়ের মুল্যে না সাধন করতে হয়।

৮.৫ যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা, এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সবার জন্য যেন ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীল এবং সন্তোষজনক কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য শ্রমের বাজারে কোনরূপ বৈষম্য ঘটানো চলবে না – সমমুল্যের কাজের জন্য প্রত্যেককে সমহারে মজুরি দিতে হবে।

৮.৬ বেকার, অশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণহীন যুবক-যুবতীর সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে / পর্যাপ্ত পরিমানে হ্রাস করতে হবে।

৮.৭ বলপূর্বক শ্রমদান, আধুনিক দাসত্ব ব্যবস্থা, মানুষ পাচার, যেকোন ধরনের শিশুশ্রম, সেনাবাহিনীতে শিশু নিয়োগ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপারে তাৎক্ষনিক এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণ। ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

৮.৮ পরিযায়ী শ্রমিক, বিশেষ করে মহিলা পরিযায়ী এবং যারা বিপজ্জনক কর্মে নিযুক্ত, তাঁরা তো বটেই, তাছাড়াও সব ক্ষেত্রের সব ধরনের শ্রমজীবি / চাকুরিরতদের অধিকার রক্ষা করা এবং নিরাপদ ও সুস্থ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৮.৯ ২০৩০ সালের মধ্যেই ধারণীয় ভ্রমণ শিল্প / পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ যাতে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি স্থানীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও দ্রব্য – সামগ্রী উৎপাদনও উৎসাহিত হয় এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে।

৮.১০ দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও কাজের পরিধি বিস্তার ঘটিয়ে ব্যাঙ্কিং, বীমা ও আর্থিক পরিষেবা ব্যবহারে সবাইকে উৎসাহিত করা।

৮।ক। এনহান্সড ইনটিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক ফর ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল অ্যাসিসটান্স টু লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ –র পরিকাঠামো অনুসরণ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দরকামতো বানিজ্য সহায়ক ভর্তুকি / সহায়তা প্রদান।

৮।খ। ২০২০ সালের মধ্যে গ্লোবাল জবসপ্যাক্ট অফ দি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন – র কর্মসুচীগুলির সার্থক প্রয়োগ এবং শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশ্বব্যাপী অপরিহার্য কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁদের ব্যবহার করা।

লক্ষ্য ৯। শিল্প, উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো

মূলতঃ দৃঢ় এবং স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো গঠন, অন্তর্ভুক্ত এবং ধারণীয় শিল্পায়নের উন্নতি সাধন, এবং উদ্ভাবনের পরিচর্যা

৯.১ প্রত্যেকের জন্য অর্জনক্ষম এবং সমানাধিকার বিশিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানব কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সঠিক গুণমান সম্পন্ন, ভরসাযোগ্য, ধারনীয় এবং অভিঘাত সহনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ / গঠন।

৯.২ বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট কর্মসংস্থান এবং মোট দেশীয় উৎপাদন (জি ডি পি)-এ শিল্পের অনুপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত ও ধারণীয় শিল্পায়নের ওপর জর দেওয়া। সরবাপেক্ষা কম উন্নত দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি-তে শিল্পের অনুপাত বর্তমান স্তরের তুলনায় দ্বিগুণ করা।

৯.৩ উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করে আর্থিক পরিষেবা, ক্রয়যোগ্য ঋণ, মুল্য শৃঙ্খল ও বাজারের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কর্ম প্রচেষ্টার প্রবেশাধিকার ও ব্যবহারাধিকার বৃদ্ধি। উপায়ে শক্তি ব্যবহারে যে উন্নতির হার বরতমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটিকে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করতে হবে।

৯.৪ বিশ্বের সব দেশে নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিষ্কার এবং পরিবেশগত ভাবে উন্নতমানের প্রযুক্তি বা শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং শিল্পে নয়া প্রযুক্তিকে বিদ্যমান প্রযুক্তির সঙ্গে অভিযোজিত করে ধারণীয় স্তরে উন্নীত করা।

৯.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনে উৎসাহদান এবং প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে, বিজ্ঞান ও যুক্তি-নির্ভর গবেষণার প্রসার এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৯।ক। আফ্রিকান দেশ, খুব অনুন্নত দেশ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও দ্বীপ রাষ্ট্র গুলিকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে ধারনীয় ও অভিঘাত সহনীয় আর্থিক উন্নয়নের রাস্তা সুগম / সহজতর করা।

৯।খ। শিল্প বৈচিত্রায়ন, দ্রব্য উৎপাদনে মুল্য সংযোজন প্রভৃতির মতো লক্ষ্য পুরনের জন্য সহায়ক শিল্প পরিবেশ এবং শিল্প নীতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের স্বদেশী প্রযুক্তি উন্নয়নে, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে সহায়তা দান।

৯।গ। ২০২০ সালের মধ্যে তুলনায় অনুন্নত দেশসমুহে তথ্য-প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ-প্রযুক্তির ব্যবহারাধিকার উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানোর উদ্দ্যেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকে প্রত্যেকের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

লক্ষ্য ১০। হ্রাসপ্রাপ্ত অসাম্য

মূলতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তরদেশীয় অসাম্য হ্রাস

১০.১ আয় বৃদ্ধির জাতীয় গড়ের তুলনায় আয় স্তর বিন্যাসের একদম নীচের দিকের ৪০ শতাংশ মানুষের আয় বেশী হারে বৃদ্ধির বন্দোবস্ত ২০৩০ সালের মধ্যে আনুক্রমিকভাবে।

১০.২ বয়স, লিঙ্গ, পঙ্গুত্ব, সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, উৎস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেকের ক্ষমতায়নের জন্য সবাইকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা ২০৩০ সালের মধ্যে।

১০.৩ বৈষম্যমূলক আইন, নীতি, প্রথা নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন, নীতি গ্রহণ এবং কর্মসূচী রূপায়নের মধ্যে দিয়ে সবার জন্য ফলাফল ভিত্তিক সমান সুযোগ ও অসাম্য হ্রাস নিশ্চিতকরণ।

১০.৪ উত্তরোত্তর সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতি, শ্রমের মজুরি নির্ধারণ, সামাজিক সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করা।

১০.৫ আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার এবং প্রতিষ্ঠানসমুহ নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির ব্যাপারে আরো নজরদারি বাড়িয়ে নিয়ম-নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে আরো দৃঢ়তা দেখানো প্রয়োজন।

১০.৬ আরো কার্যকরী, বিশ্বাসযোগ্য, বৈধ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন প্রদান করার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে উন্নয়নশীল দেশসমুহের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিচিত করা আবশ্যক।

১০.৭ সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন / অভিপ্রয়ান নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে জনগনের আন্তর্জাতিক চলমানতা এবং অভিবাসন পদ্ধতিকে আরও সুবিন্যস্ত, নিরাপদ, দায়িত্বশীল এবং নিয়মিত করতে হবে।

১০।ক। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও)-র নীতি মেনে প্রয়োজন মাফিক উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশসমুহের জন্য ভিন্ন এবং বিশেষ সহায়ক কর্মসূচী গ্রহনের সুপারিশ / পরামর্শ কার্যকর করা।

১০।খ। অনুন্নত দেশ, আফ্রিকান দেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং অন্যান্য সব দেশসমুহের জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও লক্ষ্য অরজনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ সহ আন্তর্জাতিক স্তরে সরকারী হিসেবে উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য (ও ডি এ) প্রদানের ধারাকে আরো উৎসাহিত করা।

১০।গ। ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের দ্বারা স্বদেশে প্রেরিত অর্থের জন্য প্রদেয় খরচ হ্রাস করে ৩ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা এবং যেসব করিডোর / পথ দিয়ে অর্থ প্রেরণ করতে হলে ৫ শতাংশের বেশী ব্যয় হয় সেগুলি উচ্ছেদ করা।

লক্ষ্য ১১। ধারণীয় শহর এবং জনগোষ্ঠী

মূলতঃ শহর জনবসতির জীবনযাত্রা অন্তর্ভুক্ত, নিরাপদ, অভিঘাত সহনীয় ও ধারণীয় করা

১১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সহজলভ্য বাসস্থান এবং ন্যুনতম পরিশেবাসমুহ, এবং বস্তি এলাকার উন্নয়ন।

১১.২ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং পথ নিরাপত্তা উন্নত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যকের জন্য নিরাপদ, আয়ত্তাধীন, ব্যবহারযোগ্য, ধারণীয় পরিবহন পরিকাঠামো নির্মাণ। এ প্রসঙ্গে বয়স্ক, অসমর্থ, শিশু, মহিলা এবং তুলনায় অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী মানুষের প্রয়োজনকে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

১১.৩ বিশ্বের সমস্ত দেশে অন্তর্ভুক্ত ও ধারণীয় নগরায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যেকের অংশগ্রহণমূলক, সংযুক্ত এবং ধারণীয় জনবসতি গরে তলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা।

১১.৪ বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে নেওয়া প্রচেষ্টাসমুহকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

১১.৫ দরিদ্র ও তুলনায় অসহায় মানুষের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের কারনে মৃত্যুর সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস এবং বিপর্যয় হেতু প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ, সমগ্র বিশ্বের উৎপাদনের নিরীখে, লক্ষনীয় ভাবে হ্রাস করতে হবে।

১১.৬ বায়ু দূষণ, পুর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুসংগঠিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে শহরের কারনে মাথা পিছু ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।

১১.৭ মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম/অসমর্থ মানুষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্ত, আয়ত্তাধীন এবং প্রবেশ ও ব্যবহারযোগ্য খোলা জমি, পার্ক, সবুজ-সতেজ প্রান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

১১।ক। জাতীয় ও আঞ্চলিক/প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে শহর, শহরতলি এবং গ্রামীন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সংযুক্তিকরণ নিবিড় করতে হবে।

১১।খ। সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-২০৩০ –এর নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে সার্বিক দুর্যোগ/বিপর্যয়ের ঝুঁকি সমস্ত পর্যায়ে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন ২০২০ সালের মধ্যে শহরের সংখ্যা এবং জনবসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা যায় সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং সংযুক্ত নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে পরিকল্পনা এবং নীতিসমুহ যেন অন্তভুক্তি, সম্পদের সক্ষমতার চূড়ান্ত স্তর, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, বিপর্যয়ের ঘাত সহনীয়তা আশ্বাসিত করে।

১১।গ। তুলনায় অনুন্নত দেশসমুহকে এমনভাবে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদান করতে হবে যাতে স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করেই ঘাত সহনীয় এবং ধারণীয় ঘর-বাড়ি/গৃহ/বাসস্থান নির্মাণ করা যায়।

লক্ষ্য ১২। দায়িত্বশীল ভোগ এবং উৎপাদন

মূলতঃ ধারণীয় ভোগ এবং উৎপাদন ধারা/পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ

১২.১ বিশ্বব্যাপী ১০-ইয়ার ফ্রেমওয়ার্ক অফ প্রোগ্রামস অন সাসটেনেবল কনজাম্পশন অ্যান্ড প্রোডাকশন প্যাটার্ন কার্যকর করার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি যেন উন্নয়নশীল দেশসমুহের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বিবেচনা করে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে।

১২.২ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণীয় পরিচালনা এবং দক্ষ/কাম্য ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

১২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খুচরো ব্যবসা ভগকারীর ব্যক্তি স্তরে মাথা পিছু খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ হ্রাস করে বরতমানের তুলনায় অর্ধেক করা এবং উৎপাদন, জোগান শৃঙ্খল ও উৎপাদন পরবর্তী সময়ে শস্য নষ্ট হওয়ার পরিমান হ্রাস করা।

১২.৪ আন্তর্জাতিক মঞ্চে সহমতের ভিত্তিতে উপনীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যে সব ধরনের রাসায়নিক এবং বর্জ্যের জীবন চক্রে ধারণীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। রাসায়নিক এবং বর্জ্যের কারনে সৃষ্ট বায়ু, জল ও মাটি দূষণের পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ন্যুনতম স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

১২.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে নিবারণ, হ্রাস, পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনর্ব্যবহার করার মাধ্যমে বর্জ্য সৃষ্টির পরিমান কমিয়ে ফেলা।

১২.৬ বৃহৎ আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমুহকে ধারণীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা এবং ধারনীয়তা সমন্বিত তথ্য নিয়মিত পেশ ও আদান-প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

১২.৭ জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সরকারী/সর্বজনীন ধারণীয় আহরণ পদ্ধতিকে আরো উতসাহদান।

১২.৮ ২০৩০ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেকের কাছে যেন প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই ধারণীয় উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সচেতনতা থাকে।

১২।ক। ধারণীয় উৎপাদন ও ভগের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমুহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা।

১২।খ। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্থানীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন ও সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধারনীয় পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তলার জন্য প্রয়োজনমাফিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

১২।গ। উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাজার ব্যবস্থা থেকে কর, ভর্তুকির মতো বিদ্যমান এবং অযাচিত হস্তক্ষেপের যুক্তিসম্মত পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির অপচয় এবং অনাকাঙ্খিত ব্যবহার হ্রাস করার পাশাপাশি দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ওপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব ন্যুনতম করা সম্ভবপর হয়।

লক্ষ্য ১৩। জলবায়ু সংক্রান্ত সামুহিক ব্যবস্থা

মূলতঃ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তদসম্পর্কিত প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করার জন্য দ্রুত কর্মোদ্যোগ[2]

১৩.১ বিশ্বের সমস্ত দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত বিপদ/বিপত্তি সামলানোর জন্য অভিঘাত সহনীয়তা এবং অভিযোজিত হবার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

১৩.২ জাতীয় নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণ/বিধান/আইন সংযুক্তিকরণ।

১৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অভিযোজন, প্রভাব হ্রাস, দ্রুত সতর্কীকরণের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৩।ক। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড-কে দ্রুত কার্যকরী করার প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশসমুহের প্রয়জনীয়তার কথা মাথায় রেখে ইউনাইটেড নেশনস' ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ মঞ্চে সমস্ত অংশগ্রহণকারী উন্নত দেশগুলির গৃহীত কর্মসূচীর যথাযথ প্রয়োগের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে যৌথভাবে সম্ভাব্য সমস্ত উৎস থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ।

১৩।খ। মহিলা, যুবক-যুবতী এবং স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তুলনায় অনুন্নত দেশ এবং ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তন

[2] স্মরণীয় যে ইউনাইটেড নেশনস' ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হল আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকার আলাপ-আলোচনার মূল মঞ্চ যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিশ্বাজনীন প্রতিক্রিয়া ঈবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনার কার্যকরী প্রয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গঠনে উতসাহ প্রদান।

লক্ষ্য ১৪। জলজ জীবন

মূলতঃ ধারণীয় উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক/সৈন্ধব সম্পদের সঞ্চয়/সংরক্ষণ এবং ধারণীয় ব্যবহার

১৪.১ ২০২৫ সালের মধ্যে সবধরনের সামুদ্রিক দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা। বিশেষত স্থলভিত্তিক কাজকর্ম, সৈন্ধব বর্জিতাংশ/ধ্বংসাবশেষ এবং পরিপোষক দূষণ হ্রাস।

১৪.২ ২০২০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক ও উপকূল বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং ধারণীয় পরিচালনার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাদের অভিঘাত সহনীয়তা বৃদ্ধি, পুনরুদ্ধার করার কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে সুস্থ মহাসাগরীয় জীবনযাত্রা এবং উতপাদনশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

১৪.৩ আলাপ-আলোচনা-গবেষণার সমস্ত স্তরে বিজ্ঞান ভিত্তিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মহাসমুদ্রের অম্লীকরণের সমস্যাকে যথাযথ উপায়ে হ্রাস করা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সহমতের ভিত্তিতে উপনীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যে সব ধরনের রাসায়নিক এবং বর্জ্যের জীবন চক্রে ধারণীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। রাসায়নিক এবং বর্জ্যের কারনে সৃষ্ট বায়ু, জল ও মাটি দূষণের পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ন্যুনতম স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

১৪.৪ ২০২০ সালের মধ্যে কার্যকরী উপায়ে অতিরিক্ত, বেআইনি, অনিয়ন্ত্রিত, ধ্বংসাত্মক, অপ্রতিবেদিত মৎস্য উত্তোলন বন্ধ করা, মৎস্য চাষ নিয়ন্ত্রণ করা এবং

বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিচালনা পরিকল্পনা প্রবরতন করার সাহায্যে খুব দ্রুত মাছের জোগানের পরিমান এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে তাদের জীববিদ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ধারণীয় উৎপাদন বা উত্তোলন নিশ্চিত করা যায়।

১৪.৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্ভাব্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ১০ শতাংশ সামুদ্রিক ও উপকূল এলাকা সংরক্ষণ।

১৪.৬ ২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য চাষের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি নিষিদ্ধ করতে হবে যাতে অতি উৎপাদন ও অতি উত্তোলন হ্রাস পায়, সেসব ভর্তুকি তুলে দিতে হবে যেগুলি বেআইনি, অপ্রতিবেদিত, অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য চাষকে উৎসাহদান করে এবং নতুন কোন ভর্তুকি প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রসঙ্গত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমুহের জন্য বিশেষ ও পৃথকীকৃত প্রয়োজনীয় সাহায্যকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মৎস্য চাষ ভর্তুকি চুক্তির সঙ্গে সংযুক্তি ঘটাতে হবে।[3]

১৪.৭ সামুদ্রিক সম্পদের ধারণীয় ব্যবহার, মৎস্য চাষ, জলজ জীবিকা এবং পর্যটনের ধারণীয় পরিচালনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র এবং অনুন্নত দেশের জনগনের প্রাপ্তব্য সুবিধা বৃদ্ধি।

১৪।ক। আন্তঃসরকার ওশিয়ানোগ্রাফিক কমিশন ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড গাইডলাইন্স অন দি ট্রান্সফার অফ মেরিন টেকনোলোজি-র ধারা অনুসরণ করে মহাসাগরীয় স্বাস্থ্য উন্নতি এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র, অনুন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির জন্য সামুদ্রিক জৈববৈচিত্র-র অবদান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের পরিধি, গবেষণার পরিসর বিস্তৃত করা এবং সামুদ্রিক প্রযুক্তি হস্তান্তর।

[3] ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের চুক্তিসমুহ, দোহা ডেভেলপমেন্ট অ্যাজেন্ডা এবং হং কং মিনিস্তেরিয়াল ম্যানডেট কে মাথায় রেখে এই কর্মসূচী গৃহীত।

১৪।খ। সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষি/জেলেদের ব্যবহারাধিকার প্রদান।

১৪।গ। ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দি ল' অফ দি সি নির্ধারিত এবং 'দি ফিউচার উই ওয়ান্ট' – র ১৫৮ ধারায় পুনরুচ্চারিত আইনি পরিকাঠামোর ধারা বজায় রেখে মহাসাগর এবং তার সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ এবং ধারণীয় ব্যবহারের ধারা ও পরিমান বৃদ্ধি।

লক্ষ্য ১৫। স্থলজ জীবন

মূলতঃ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের ধারনীয়তা রক্ষা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন, অরণ্যের ধারণীয় ব্যবস্থাপনা, মরুকরণের সঙ্গে লড়াই, জমির অবক্ষয় রোধ এবং জৈববৈচিত্র্য নষ্ট রোধ

১৫.১ আন্তর্জাতিক চুক্তির দায়বদ্ধতা মেনে বনানী, জলাজমি, পাহাড়-পর্বত, শুষ্কভূমি, স্থলজ এবং দেশাভ্যন্তরস্থ মিষ্টিজলের বাস্তুতন্ত্র এবং তদসম্পর্কিত পরিষেবাসমুহের সংরক্ষণ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ধারণীয় ব্যবহার ২০২০ সালের মধ্যে নিশ্চিতকরণ।

১৫.২ সার্বজনীনভাবে বনসৃজনের পরিমান বৃদ্ধি, সৃজনীশক্তিচ্যুত বনানীর পুনঃনির্মাণ, অরণ্যবিনাশ রোধ এবং সমস্তধরনের বন-জঙ্গল পরিচালনা এবং তদারকির ধারণীয় ব্যবস্থা ২০২০ সালের মধ্যে গড়ে তোলা।

১৫.৩ জমি অবক্ষয় নিরপেক্ষ বিশ্ব গঠনের উদ্দ্যেশ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে খরা, বন্যা, মরুকরণের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি এবং অবক্ষয়িত ভূপৃষ্ঠ ও জমি পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মরুকরণের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরো সংগঠিত করতে হবে।

১৫.৪ ধারণীয় উন্নয়নের জন্য পাহাড়-পর্বত থেকে প্রাপ্তব্য সুবিধা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত ২০৩০ সালের মধ্যে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র এবং জৈববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৫ জৈববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ, প্রাকৃতিক বসতির অবক্ষয় হ্রাস, প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতিসমুহ সংরক্ষণ করার জন্য ২০২০ সালের মধ্যেই জরুরিভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা।

১৫.৬ জিনগত সম্পদ এবং তার ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ভগের ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত, ন্যায্য এবং সমানুপাতিক অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করা।

১৫.৭ বন্য পশু ও উৎপাদিত দ্রব্যের বেআইনি চাহিদা ও জোগান নজরে রেখে চোরাশিকার বন্ধ, সংরক্ষিত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রানী পাচার রুখতে জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ।

১৫.৮ ২০২০ সালের মধ্যে জল ও স্থল উভয় বাস্তুতন্ত্রেই আক্রমক ভিন প্রজাতির প্রানী বা উদ্ভিদ সূচনা ও স্থাপন বন্ধ করা আবশ্যক অগ্রাধিকার সম্পন্ন প্রজাতি রক্ষার্থে।

১৫.৯ ২০২০ সালের মধ্যেই উন্নয়ন কর্মসূচী, দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল , জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্র ও জৈববৈচিত্র্যের সংযুক্তিকরণ ঘতান উচিত।

১৫।ক। জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংহত করা ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৫।খ। অরন্যানী পরিচালন ব্যবস্থায় ধারনীয়তা সুচিত করার জন্য যতটা সম্ভব আর্থিক সম্পদ সংহত করা এবং পুনর্বনসৃজন ও সংরক্ষনের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমুহকে পর্যাপ্ত উৎসাহ এবং উৎসাহবর্ধক আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১৫।গ। সংরক্ষিত প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচার রুখতে বিশ্বব্যাপী করমসুচীসমুহকে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে তাঁরাও ধারণীয় জীবনযাপনের বিকল্প রাস্তা সুগম করতে পারে।

লক্ষ্য ১৬। শান্তি, ন্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা

মূলতঃ ধারনীয় উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্ত সমাজের ব্যবস্থাপনা, ন্যায়ের জন্য প্রত্যেকের অধিকার, সর্বস্তরে কার্যকরী, দায়বদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন

১৬.১ সমাজের সমস্ত স্তর থেকে সব ধরনের হিংসা এবং হিংসার কারনে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।

১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অত্যাচার, হিংসা, পাচার, শোষণ, বঞ্চনা, অপব্যবহার, অবমাননা রোধ।

১৬.৩ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয়, আন্তর্জাতিক সব স্তরেই সবার জন্য ন্যায় বিচারের অধিকার।

১৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও অস্ত্র আদান-প্রদান হ্রাস, চুরি যাওয়া সম্পদের পুনরুদ্ধার এবং সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করা।

১৬.৫ সব প্রকারের দুর্নীতি ও ঘুষের পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।

১৬.৬ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে কার্যকরী, দায়বদ্ধ এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক বন্দোবস্ত।

১৬.৭ প্রতিটি স্তরে অন্তর্ভুক্ত, অংশগ্রহনীয়, প্রতিনিধিত্বকারী, সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

১৬.৮ বিশ্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি আরও শক্তিশালী করা।

১৬.৯ জন্ম নিবন্ধীকরন থেকে শুরু করে প্রত্যেকের আইনী পরিচয় ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিতকরণ।

১৬.১০ জাতীয় আইনকানুন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিসরের মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতা/অধিকার রক্ষা করা।

১৬।ক। হিংসা রোধ, অপরাধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা। বিশেষ গুরুত্ব উন্নয়নশীল দেশের ওপর।

১৬।খ। ধারণীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অ-বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর করা।

লক্ষ্য ১৭। লক্ষ্যপূরণে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব

মূলতঃ ধারনীয় উন্নয়নের উদ্দ্যেশ্যে বিশ্ব অংশীদারীত্ব/ভ্রাতৃত্ব বোধের উপায়সমুহ শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করা

আর্থিক

১৭.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালী করতে হবে যেন তাদের কর ও রাজস্ব সংগ্রহের পরিয়ান বৃদ্ধি পায়।

১৭.২ উন্নত দেশসমুহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অনুদান (ওডিএ) সংক্রান্ত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ / প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রতিশ্রুত ওডিএ-র পরিমানের (মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং তুলনায় অনুন্নত দেশের জন্য স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা ০.১৫ থেকে ০.২০ শতাংশ অর্জন। ওডিএ প্রদানকারীদের আরো উৎসাহিত করা যেন তারা তুলনায় অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০.২০ শতাংশের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

১৭.৩ উন্নয়নশীল দেশের প্রতি বিশেষ নজর রেখে বিভিন্ন উৎস থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণের রাস্তা প্রশস্ত করা।

১৭.৪ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যথার্থ সহায়তা প্রদান এবং সঠিক সমন্বয় নীতির মাধ্যমে তাদের দীর্ঘকালীন ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ ব্যবস্থাপনা ধারণীয় স্তরে উন্নীত করা যেন তারা ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক বন্দোবস্ত বা ঋণ মুকুব, ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন ইত্যাদি করতে পারে। তুলনায় বেশী দরিদ্র দেশগুলির বাহ্যিক ঋণ জনিত দুরাবস্থা/দৈন্যতা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

১৭.৫ তুলনায় অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শাসন এবং পরিচালন ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা।

প্রযুক্তি

১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনে ব্যবহারাধিকার এবং অর্জিত জ্ঞান সকলের মধ্যে প্রসার ঘটিয়ে উত্তর-দক্ষিন, দক্ষিন-দক্ষিন, এবং ত্রিকোণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করতে হবে এমনভাবে যেন অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের দ্বারা স্বীকৃত নিয়ম-নীতি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে নির্ধারিত সমন্বয়ী পদ্ধতি মেনেই সর্বজনীন প্রযুক্তি ব্যবহারের পথ সুগম হয়।

১৭.৭ সবার সহমতের ভিত্তিতে পরিবেশগতভাবে গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তিসমুহের উদ্ভাবন, বিকাশ, হস্তান্তর, প্রসার যেন উন্নয়নশীল দেশসমুহের জন্য অনুকুল শর্তে এবং প্রয়োজনমাফিক অতিরিক্ত সুবিধাজনক শর্তে করা সম্ভব হয় তার বন্দোবস্ত করা।

১৭.৮ ২০১৭ সালের মধ্যে তুলনায় অনুন্নত দেশগুলির জন্য প্রযুক্তি ব্যাংক এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বর্ধনকারী পদ্ধতিসমুহকে করমক্ষম করে তোলা। সেই সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো।

ক্ষমতা-গঠন

১৭.৯ উন্নয়নশীল দেশে ধারণীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জনের জন্য গ্রহনীয় সমস্ত জাতীয় পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগ হেতু আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সমঝোতার মাধ্যমে কার্যকরী ও লক্ষ্যভিত্তিক সামর্থ্য বর্ধন উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিভুজাকৃতি সহযোগিতার সুত্র ধরে।

বানিজ্য

১৭.১০ বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার দোহা উন্নয়ন কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বজনীন, নিয়ম-ভিত্তিক, মুক্ত, বৈষম্যহীন এবং সমতাসম্পন্ন বহুজাতিক বানিজ্য ব্যবস্থার প্রসার।

১৭.১১ ২০২০ সালের মধ্যে তুলনায় অনুন্নত দেশের রপ্তানির অনুপাত দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আপাতত উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭.১২ বিশ্ব বানিজ্য সংস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বের সব অনুন্নত দেশের জন্য শুল্ক-হীন এবং কোটা-হীন বাজার ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করা এবং এটাও সুনিশ্চিত করা যে অনুন্নত দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদক দেশের বা উৎস ভিত্তিক পছন্দমূলক নিয়মসমুহ যেন সহজ-সরল, স্বচ্ছ এবং বাজারে প্রবেশাধিকারের রাস্তা সুগম করতে সহায়ক হয়।

নিয়মানুগ/শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়সমুহ

নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংবদ্ধতা

১৭.১৩ বিশ্বজনীন সমষ্টিগত স্থিথীশীলতা বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সমন্বয় এবং সংবদ্ধতা।

১৭.১৪ ধারণীয় উন্নয়নের জন্য নীতি সংবদ্ধতা/সংসক্তি বৃদ্ধি।

১৭.১৫ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ধারণীয় উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক দেশের গৃহীত নৈতিক স্থান এবং নেতৃত্বকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়ে সাযুজ্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ।

একাধিক অংশীদারের অংশীদারিত্ব

১৭.১৬ ধারণীয় উন্নয়নের জন্য একাধিক অংশীদারিত্বের সঙ্গে পরিপূরক বিশ্ব অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা যাতে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি, আর্থিক সম্পদ একত্রীকরণ এবং সবার মধ্যে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ সহজতর হয়।

১৭.১৭ অভিজ্ঞতা এবং অংশীদারিত্বের সংস্থান কৌশল ভিত্তি করে সরকারী-বেসরকারী এবং সুশীল সমাজের কার্যকরী অংশীদারিত্বেরে ধারনা উৎসাহিত ও সুদৃঢ় করা।

তথ্য, তদারকি এবং দায়বদ্ধতা

১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পরিযায়ী অবস্থান, বিকলতা, ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বিভক্ত গুণসম্পন্ন, সময়োপযোগী, ভরসাযোগ্য তথ্যের জোগান ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশ, উলনায় অনুন্নত দেশ এবং ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সমুহের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৭.১৮ উন্নয়নশীল দেশসমুহের মোট দেশীয় উৎপাদনের সঙ্গে তুলনীয় ধারণীয় উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য, ইতোমধ্যে গৃহীত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রহণ করা এবং সংখ্যা/রাশিভিত্তিক সামর্থ্য গঠনে সহায়তা প্রদান।